



121252 - যবে ব্যক্ত হারাম সম্পদ উপার্জন করছে এবং সেই সম্পদ দিয়ে একটি ফ্ল্যাট ক্রয় করছে; তাকে কি এই ফ্ল্যাট থেকে অবমুক্ত হতে হবে?

প্রশ্ন

আমি বয়রে আগে একটি চাকুরী করতাম। সেই চাকুরীতে আমি কিছু অবধৈ সম্পদ উপার্জন করছি। কিছু সময় পর আমি এই সম্পদগুলো একত্রিত করে একটি আবাসিক ফ্ল্যাট ক্রয় করছি এবং একটি পরবহন গাড়ীর অর্ধকে শয়োর দিয়েছি। এটাই আমার মালিকানাধীন সর্বসাকুল্য সম্পদ। বয়রে পর আমি আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করছি যে, আমি আমার বাসাতে কোন হারাম সম্পদ প্রবশে করাব না। আমি চাকুরীটি ছড়ে দিয়েছি এবং তাওবা করছি। এখন আমি ফ্ল্যাট ও গাড়ীটিকে কী করব? আমি আমার ঘর ও সম্পদকে হারাম থেকে পবতির করতে চাই। আল্লাহ যাতে আমার প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং আমার তাওবা কবুল করনে সে জন্য আমি কী করব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করছি তিনি যনে আপনার তাওবা কবুল করনে এবং আপনাকে হালাল উত্তম রজিকি দনে।

জনে রাখুন, তাওবার শর্তগুলোর মধ্যে রয়েছে: আত্মসাৎকৃত সম্পদগুলো স্ব স্ব মালিককে ফরিয়ে দয়ো। তাই এ সম্পদগুলোর কিছু যদি মালিকেরে অসম্মততিতে গ্রহণ করা হয়ে থাকে; চুরিকরা কথিবা জালিয়াতি ও ধোকা দয়োর মাধ্যমে; তাহলে সে সম্পদ এর মালিককে ফরিয়ে দয়ো আবশ্যিক। যদি অনুসন্ধান ও খোঁজাখুজিকরার পরও সে সম্পদরে মালিককে কথিবা মালিকেরে ওয়ারশিগণকে পাওয়া না যায় তাহলে আপনি তাদের পক্ষ থেকে সে সম্পদগুলো দান করে দবিনে। যদি কোন একদনি এর মালিক ফরিয়ে আসে তখন আপনি তাকে দুটো অপশন দবিনে: সম্পদ ফরিয়ে দয়ো ও সদকার সওয়াব আপনার জন্য হওয়া কথিবা সদকাকে স্বীকৃতি দয়ো ও এর সওয়াব তার জন্য হওয়া।

দুই:

হারাম সম্পদগুলো যদি উভয় পক্ষরে সম্মতক্রমে কোন হারাম বনিমিয় কথিবা হারাম কাজরে বপিরীতে অর্জতি হয়ে থাকে; যমেন মদরে মূল্য, গানবাজনা, জ্যোতষীপনা, সুদরে লখিন, মথিযা-সাক্ষ্য দয়ো ইত্যাদি হারাম কাজরে বপিরীতে তাহলে এটি



ব্যখ্যাসাপক্ষে:

ক. যদি ব্যক্তি এর হারাম হওয়া সম্পর্কে না-জনে এটি উপার্জন করে থাকে তাহলে এই সম্পদ তার। এই সম্পদ থেকে মুক্ত হওয়া তার উপর আবশ্যিক নয়। যহেতু আল্লাহ তাআলা সুদরে নষিধোজ্জা নাযলি করার পর সুদরে ব্যাপারে বলেন: “অতএব, যার নকিট তার প্রভুর কাছ থেকে উপদশে আসার পর সে (সুদ খাওয়া থেকে) বরিত হয়, তাহলে আগে যা (নওয়া) হয়েছে তা তারই এবং তার বযিট (ফয়সালার ভার) আল্লাহর কাছ। আর যারা ফরিে যাবে (অর্থাৎ পুনরায় সুদ খাবে) তারা জাহান্নামের অধবাসী হবে, সখোনতে তারা চরিকাল থাকবে।”[সুরা বাক্বারা, ২:২৭৫]

খ. আর যদি সেই ব্যক্তি এই সম্পদ হারাম হওয়া সম্পর্কে জ্ঞাত থাকে; তবে ঐ সম্পদটি সে খরচ করে ফলে ও নশিষে হয়ে যায়; তাহলে সে যদি তাওবা করে তার ওপর আর কিছু আবশ্যিক হবে না।

গ. আর যদি সেই সম্পদ অবশিষ্ট থাকে; তাহলে সেই সম্পদকে কোন ভাল খাতে ব্যয় করে এর থেকে মুক্ত হওয়া অনবির্ষ। তবে সে যদি ঐ সম্পদরে মুখাপক্ষেী থাকে তাহলে তার প্রয়োজন মাফকি সেই সম্পদ থেকে গ্রহণ করবে এবং অবশিষ্ট সম্পদ থেকে সে অবমুক্ত হবে।

ফতওয়া বযিয়ক স্থায়ী কমটিকি জিজ্ঞেসে করা হয়েছিলি:

আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেসে করছি যে, একজন আলমেরে একটি ফতওয়া মানুষেরে মাঝে ছড়িয়ে পড়ছে। সটেই হলো যদি কোন ব্যক্তি মদ বানিয়ে বা বক্রিকিরে কথিবা মাদকদ্রব্য বক্রিকিরে সম্পদ উপার্জন করে এবং আল্লাহর কাছ তাওবা করে; তাহলে মদ বানানো বা বক্রিকিরা কথিবা মাদকদ্রব্য বক্রিকিরা বা বাজারজাত করার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ তার জন্য হালাল।

তারা জবাব দনে: যদি হারাম সম্পদ উপার্জনকালে এটি হারাম হওয়া সম্পর্কে অবহতি থাকে তাহলে তাওবার মাধ্যমে এটি তার জন্য হালাল হবে না। বরং কোন নকে কাজে ও ভালো কাজে ব্যয় করার মাধ্যমে এর থেকে মুক্ত হওয়া তার উপর আবশ্যিক হবে।[সমাপ্ত]

[ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়মি (১৪/৩৩)]

ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) বলেন: “যদি কোন ব্যক্তি অপর কাউকে কোন হারামেরে বনিমিয় প্রদান করে ও বনিমিয়টি সেই ব্যক্তি গ্রহণ করে; যমেন ব্যভচারিনী, গায়ক, মদবক্রিতো, মথিযাসাক্ষয়দানকারী প্রমুখ; পরবর্তীতে ঐ ব্যক্তি এর থেকে তাওবা করে এবং ঐ বনিমিয়টি তার হাতে থাকে; সক্ষেত্রে একদল আলমে বলেন: বনিমিয়টি এর মালকিকে ফরেত দবি। যহেতু এটি স্বয়ং সেই সম্পদ; যা গ্রহণ করার অনুমতি শরিয়তপ্রণতো (আইনদাতা) প্রদান করনেনি এবং এ সম্পদরে মালকিরে এর বিপরীতে বধি উপকার অর্জিত হয়নি। আর অপর একদল আলমেরে মতে, এই সম্পদ দান করে দেয়াটাই হলো তার তাওবা। যার



কাছ থেকে এটি গ্রহণ করছে তাকে ফেরত দবিনে না। এটি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার নরিবাচতি অভিমত এবং সর্বাধিক সঠিক অভিমত...।” [মাদারজিস সালকেনি (১/৩৮৯) থেকে সমাপ্ত]

ইবনুল কাইয়যমে (রহঃ) এই মাসয়ালাটি ‘যাদুল মাআদ’-এ (৫/৭৭৮) বশিদভাবে আলোচনা করছেন এবং তিনি এই সন্ধিধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এই সম্পদ থেকে অবমুক্ত হওয়া ও তাওবার পরপূর্ণতা হব: এটি দান করে দেয়ার মাধ্যমে। আর যদি এই সম্পদের মুখাপেক্ষী হয় তাহলে তার প্রয়োজন মাফকি এর থেকে গ্রহণ করবে এবং বাকীটুকু দান করে দবিনে।[সমাপ্ত]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন: “যদি এই পততি ও এই মদবকিরতো তাওবা করে এবং তারা গরীব হয়; তাহলে এই সম্পদ থেকে তাদের প্রয়োজন অনুপাতে খরচ করা জায়যে হব:। যদি ব্যবসা জানে কথিবা কাপড় বুননের মত কোন পশো জানে তাহলে তাকে এই সম্পদ থেকে মূলধন প্রদান করা হব:।” [মাজমুউল ফাতাওয়া (২৯/৩০৮) থেকে সমাপ্ত]

উপরোক্ত আলোচনার পরপ্রিক্ষতিতে যদি আপন ফল্যাট ও পরবিহন গাড়ীর শয়োররে প্রতি মুখাপেক্ষী হন তাহলে আমরা আশা করছি আল্লাহ আপনাকে কক্ষমা করে দবিনে এবং এর কোন কিছু থেকে অবমুক্ত হওয়া আপনার ওপর অনবির্ঘ্য হব: না।

আপনার কর্তব্য নকে আমলরে ও বশো বশো দান করার চেষ্টা করা। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর আমি অবশ্যই কক্ষমাশীল তার প্রতি— যত তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে তারপর সৎপথে অবচিল থাকে।” [সূরা ত্বাহা, ২০:৮২]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।